সংবাদ

তারিখ ... 19 MAR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৬ ...

জবিতে নিয়োগ অনিয়মের প্রতিবাদে গণিত বিভাগের ১০ শিক্ষকের কর্মবিরতি

প্রতিনিধি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের প্রতিবাদে গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের ১০ শিক্ষক কর্মবিরতি অব্যাহত রেখেছেন। তাই গতকাল গণিত বিভাগের কোন ক্লাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। শিক্ষকদের অভিযোগ, গত ১৪ মার্চ ফিরোজ আলম নিপু নামে পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে পাস করা এক ছাত্রকে গণিত বিভাগে শিক্ষক হিসেবে খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োগ দেয় প্রশাসন। এর প্রতিবাদে গত ১৪ মার্চ বৃহস্পতিবার ওই বিভাগের ১০ জন শিক্ষক একযোগে কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দেন।

জানা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশে গত ১৪ মার্চ ছাত্রলীগের কর্মী ও পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র ফিরোজ আলম নিপুকে গণিত বিভাগে অস্থায়ীভাবে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু তা কোন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপিত করা হয়নি। এ বিষয়টি জানার পর গত বৃহস্পতিবার সকালে গণিত বিভাগের শিক্ষকরা

জবিতে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

জবিতে : নিয়োগ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উপাচার্যের কার্যালয়ে যান এবং এ নিয়োগ অবৈধ দাবি করে বিষয়টির প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তারা উপাচার্যের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে নিপুর নিয়োগ অবৈধ দাবি করে তা বাতিলের দাবি জানান। এ সময় তারা এ নিয়োগ বাতিল না করা পর্যন্ত ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দেন। গত বৃহস্পতিবার থেকে বিভাগের চেয়ারম্যান ছাড়া সব শিক্ষক ক্লাস বর্জন অব্যাহত রেখেছে। গতকালও শিক্ষকরা কোন ক্লাস নেয়নি। ক্লাস না নেয়ায় বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

কর্মবিরতিতে যাওয়া শিক্ষকরা বলছেন, অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে বিভাগের শিক্ষক সংকট থাকলে বিভাগীয় চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একাডেমিক ও প্লানিং কমিটির কাছে শিক্ষকের জন্য লিখিত আবেদন করবেন। এ বিষয়ে উপাচার্য চেয়ারম্যানকে সহায়তা দেয়ার জন্য যে কোন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি দিবেন। অথচ আমাদের বিভাগে পরিসংখ্যান বিষয়ে কোন শিক্ষক লাগবে না। তবুও এই অবৈধ নিয়োগের জন্য আমরা মর্মাহত।

কর্মবিরতিতে যাওয়া শিক্ষকরা আরও জানান, বিভাগের চেয়ারম্যান ড. পেয়ার আহমেদ পরিকল্পনা কমিটিতে কোন ধরনের আলোচনা ছাড়া এ ধরনের নিয়োগ দিয়েছেন। বিভাগের কোন শিক্ষককে না জানিয়ে চেয়ারম্যানের সুপারিশে অস্থায়ী ভিত্তিতে গণিত বিভাগে পরিসংখ্যানের এক ছাত্রকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

কর্মবিরতিতে যাওয়া শিক্ষকরা আরও অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ফিরোজ আলম নিপু গণিত বিভাগের শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়ার চেষ্টা করে আসছিলেন। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল বলেও জানান তারা। যার কারণে বিভাগের মোট ১০ শিক্ষক স্বাক্ষরিত উপাচার্য বরাবর প্রতিবাদলিপিতে তারা অবৈধভাবে নিয়োগ করা শিক্ষকের অপসারণ না করা পর্যন্ত সব ক্লাস বর্জন করার ঘোষণা দিয়েছেন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ সংবাদ'কে বলেন, কর্মবিরতির বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আমরা সমঝোতায় এসেছি। আগামীকাল থেকে তারা ক্লাস নেবেন বলে তাদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে।